Sanatan Dharma

বিবেকানন্দ কথা

‘ন বিদ্যা আত্মবিদ্যাৎ পরি’,‘ন দেব আত্মদেবাৎ পরি’, ‘ন জ্ঞানম্ আত্মজ্ঞানাৎ পরি’। আত্মদেবতা সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। তাঁর উপরে আর কোনো দেবতা নাই। আত্মজ্ঞান সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান, আত্মবিদ্যা সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

“অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা”– এই সংসারবৃক্ষ, সুদৃঢ় সংসারবৃক্ষ, কল্পিত অজ্ঞানজাত সংসারবৃক্ষকে নাশ করতে হলে এই অস্ত্রই একমাত্র দরকার। এই জ্ঞান-অস্ত্রেই দ্বৈতবোধকে নাশ করতে হয়।

" বেদে ব্রহ্মজ্ঞানীর নানা রকম অবস্থার বর্ণনা আছে। জ্ঞানপথ -- বড় কঠিন পথ। বিষয়বুদ্ধির -- কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি লেশমাত্র থাকলে জ্ঞান হয় না।
****
****
*
তিনিই যথার্থ মানবপ্রেমিক, যিনি কাহারও প্রতি ঈর্ষার ভাব পোষণ করেন না । সংসারে দেখা যায়, তথাকথিত বড় বড় লোকেরা সকলেই সামান্য নাম-যশ বা দু-এক টুকরা স্বর্ণখণ্ডের জন্য পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত । যতদিন অন্তরে এই ঈর্ষাভাব থাকে, ততদিন অহিংসা বহুদূর ; নিরামিষাশী হইলেও তিনি অহিংসা হইতে বহুদূর । গরু মাংস খায় না -------- নিরামিষভোজী, মেষও তাই ; তবে কি তাহারা যোগী বা অহিংসাপরায়ণ ? যে-কোন মূর্খ ইচ্ছা করিলেই মাংসাহার বর্জন করিতে পারে । খাদ্যবিশেষ ত্যাগ করিলেই কেহ জ্ঞানী হইয়া যায় না । যে ব্যক্তি নির্দয়ভাবে বিধবা ও অনাথ বালক-বালিকাকে ঠকাইয়া অর্থ লইতে পারে, অর্থের জন্য যে-কোন অন্যায় কার্য করিতে যাহার দ্বিধা নাই, সে যদি কেবল তৃণ ভোজন করিয়াও জীবনধারণ করে, তথাপি সে পশুরও অধম । যাঁহার হৃদয়ে কখনও অপরের অনিষ্টচিন্তা পর্যন্ত উদিত হয় না, যিনি শুধু বন্ধুর নয় -------- পরম শত্রু সৌভাগ্যে আনন্দিত, সারা জীবন প্রতিদিন শুকরমাংস খাইলেও তিনিই প্রকৃত ভক্ত, তিনিই প্রকৃত যোগী, তিনিই সকলের গুরু ।

------------ স্বামী বিবেকানন্দ । (বাণী ও রচনা, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৪ - ৩৫)
****
শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ, সিদ্ধপুরুষগণের সত্য ও মহান ভবরাশি নীরবে গ্রহণ করিয়া তাহা জগতে প্রচার করেন ও তদুদ্দেশ্যে কাজ করেন।□স্বামী বিবেকানন্দ।
****
*****
সুখে দুঃখে ,দুর্ভিক্ষে যাতনায় ,শ্মশানে, স্বর্গে বা নরকে যে আমাকে কখনোই ত্যাগ করেনা সে ই তো বন্ধু ।এ বন্ধুত কি তামাসা ? এমন বন্ধুত্বের দ্বারা মোক্ষ-লাভ ও সম্ভব ।.....................স্বামীজী ।।
****
ঈশ্বরের প্রতি প্রেম তখনই সম্ভব যখন তোমার মন সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত "..................স্বামীজী।
****

জীবন ক্ষণভঙ্গুর, জগতের ধন মান ঐশ্বর্য সকলই ক্ষণস্থায়ী। তাহারাই যথার্থ জীবিত, যাহারা অপরের জন্য জীবনধারণ করে। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ বাঁচিয়া নাই, মরিয়া আছে। _______ স্বামী বিবেকানন্দ (বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড)
****

Published on: Oct, 12 2022 16:38